

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
ঢাকা-১০০০।

জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/০১/২০০০

তারিখঃ ০৫/০৮/২০০১ ইং।

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)

২০০১-২০০২

বিষয়ঃ অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর আইনে আনীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। ২০০১ সালের বাজেট কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আয়কর সম্পর্কিত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে এস. আর. ও নং ১৭০-আইন/২০০১ তারিখ ২৮/৬/২০০১ ইং দ্বারা আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তেও প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৪৪ ধারার অধীনে কিছু এস.আর.ও জারী করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, আয়কর বিধিমালা ও এস. আর. ও সমূহে আনীত সংশোধনীসমূহের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হলোঃ

১। **আয়কর হারঃ**

বিদ্যমান আয়করের হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যমান হার ২০০২-২০০৩ কর বৎসরের জন্যও বহাল থাকবে। উল্লেখ্য বিদ্যমান করের হার নিম্নরূপঃ

ব্যক্তি, হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ ও আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির কর হারঃ

	হার
প্রথম ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৮%
অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

তবে সর্বনিম্ন প্রদেয় আয়কর হবে ১,০০০/- টাকা।

কোম্পানী করদাতার কর হারঃ

বিবরণ	হার
Publicly traded কোম্পানী	মোট আয়ের ৩৫%ঃ তবে ২৫ শতাংশ বা এর চেয়ে বেশী লভ্যাংশ প্রদান করলে ১০ শতাংশ হারে আয়কর রেয়াত প্রাপ্ত হবে।
Publicly traded নয় এরূপ কোম্পানী ..	মোট আয়ের ৪০%

২। কতিপয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর হ্রাসকৃত হারে কর আরোপঃ

এস. আর. ও. নং ১৬৯-আইন/২০০১ তাং ২৮/৬/২০০১ এর মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জনসেবা প্রদানে নিয়োজিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জনসেবা প্রদান হতে অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের হার ৪০% হতে হ্রাস করে ২৫% এ নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রেই হ্রাসকৃত এ হার প্রযোজ্য হবে। অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য আয়করের হার ৪০% এ অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে spot assessment এর আয়করের হার হ্রাসকরণঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে spot assessment এর জন্য এলাকাভিত্তিক এবং পূঁজিভিত্তিক নিম্নরূপ হারে আয়কর ধার্য করা হয়ে থাকেঃ

সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য	করের হার
৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পূঁজি এরূপ ব্যবসার ক্ষেত্রে	২,৫০০ টাকা
১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পূঁজি এরূপ ব্যবসার ক্ষেত্রে	৩,৫০০ টাকা

বিভাগীয় ও জেলা সদরের পৌর এলাকার জন্য	করের হার
৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পূঁজি এরূপ ব্যবসার ক্ষেত্রে	১,৫০০ টাকা
১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পূঁজি এরূপ ব্যবসার ক্ষেত্রে	২,৫০০ টাকা

এস.আর.ও. নং ১৭০-আইন/২০০১ তাং ২৮/৬/২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর বিধি 38B সংশোধন করে এলাকা নির্বিশেষে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পূঁজি পর্যন্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে spot assessment পদ্ধতিতে প্রদেয় আয়কর ১,০০০/- টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন এবং বিভাগীয় ও জেলা সদরের পৌর এলাকায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পূঁজি পর্যন্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে spot assessment পদ্ধতিতে প্রদেয় আয়কর ১,০০০/- টাকা হবে। হ্রাসকৃত এই করের হার ২০০১-২০০২ কর বর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে। আয়কর বিধি 38B এর উপ-বিধি (4) অনুসারে spot assessment পদ্ধতিতে নিরূপিত কর পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ইতোপূর্বে কোন কর বৎসরের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুঁজির কোন করদাতা spot assessment পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন ২,৫০০/১,৫০০ টাকা হারে আয়কর প্রদান করলেও সংশোধিত বিধান অনুসারে ২০০১-২০০২ বা তৎপরবর্তী কর বৎসরের জন্য তাঁর নির্ধারিত কর হবে ১,০০০/- টাকা। Spot assessment এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিধানাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ পেশাজীবী ও পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক পুঁজির ব্যবসার ক্ষেত্রে spot assessment পদ্ধতিতে প্রদেয় করের হার অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 30 এর clause (e) সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বছরে সর্বোচ্চ ১,৩২,০০০/- টাকা পর্যন্ত পারিতোষিক খরচ হিসেবে অনুমোদনের বিধান আছে। অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 30 এর clause (e) তে proviso সংযোজনের মাধ্যমে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত সরকার কর্তৃক গঠিত ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ এর সুপারিশ অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রদত্ত সম্পূর্ণ বেতন/ভাতা/পারিতোষিক খরচ হিসেবে অনুমোদনের বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ নিয়োগকর্তা সরকার কর্তৃক গঠিত ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী গেজেটে প্রকাশিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পারিতোষিক প্রদান করলে এবং এরূপ পারিতোষিক ধারা 30 এর clause (e) তে বর্ণিত সীমার অতিরিক্ত হলেও তা কর নির্ধারণকালে গ্রহণযোগ্য হবে।

৫। পর্যটন শিল্পের ব্যাখ্যা সংশোধনপূর্বক এর পরিধি সম্প্রসারণ- আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 46 এর Explanation সংশোধনঃ

বিদ্যমান আয়কর আইন অনুসারে হোটেল, মোটেল, hunting lodges এবং প্রাইভেট পিকনিক স্পটসমূহকে কর অব্যাহতির জন্য পর্যটন শিল্প হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 46 এর Explanation সংশোধনের মাধ্যমে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মানের amusement and theme park, holiday home, tourist resort, family fun and games এবং energy park কে পর্যটন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে জুন, ২০০৫ ইং এর মধ্যে স্থাপিত এ ধরনের পর্যটন শিল্প 46A ধারার শর্তপূরণ সাপেক্ষে স্থানভেদে ৫ (পাঁচ)/৭ (সাত) বছরের জন্য কর অব্যাহতির যোগ্য হবে। এ বিধান ১লা জুলাই, ২০০১ এর পরে স্থাপিত পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৬। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 46A এর উপ-ধারা (7) এর clause (c) এর সংযোজনঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 30 ধারায় কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কতিপয় ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর নির্ধারণকালে সংশ্লিষ্ট খরচ গ্রহণযোগ্য হয় না। আবার 46A ধারা অনুসারে কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের

আয় কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত। কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান 30 ধারার শর্ত পালন না করলে তাদের সংশ্লিষ্ট খরচ কর নির্ধারণকালে অগ্রাহ্য করা হলেও সংযোজিত অংশ কর অবকাশের আওতায় থেকে যায়। ফলে কিছু সংখ্যক কর অবকাশ প্রাপ্ত কোম্পানী উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহের বিধান পরিপালনে অগ্রহ প্রদর্শন করে না। এতে করে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহের বিধান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের 46A ধারার (7) উপ-ধারায় নূতন ক্লজ (c) সংযোজন করা হয়েছে। 46A ধারার পরিবর্তিত এ বিধান অনুসারে কর অবকাশপ্রাপ্ত কোম্পানীর ক্ষেত্রেও 30 ধারায় অগ্রাহ্যকৃত অংক করযোগ্য হবে।

তবে এক্ষেত্রে 30 ধারায় সংযোজিত অংক বিচ্ছিন্ন অংক হিসেবে বিবেচিত হবে না। এ ধারায় সংযোজিত আয় যথারীতি কর অবকাশপ্রাপ্ত কোম্পানীর নীট মুনাফা/লোকসানের সাথে সমন্বয় করতে হবে। নীচের উদাহরণসমূহে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো-

উদাহরণ-১ঃ

30 ধারায় সংযোজন ব্যতীত করদাতার নীট মুনাফা	১,০০,০০০/- টাকা
30 ধারায় সংযোজন	<u>৩০,০০০/- টাকা</u>
মোট আয় (+)	১,৩০,০০০/- টাকা

এক্ষেত্রে কর অবকাশপ্রাপ্ত কোম্পানীর 30 ধারায় সংযোজিত ৩০,০০০/- টাকার উপর নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদেয় হবে।

উদাহরণ-২ঃ

30 ধারায় সংযোজন ব্যতীত করদাতার নীট লোকসান	১০,০০০/- টাকা
30 ধারায় সংযোজন	<u>৩০,০০০/- টাকা</u>
মোট আয় (+)	২০,০০০/- টাকা

এক্ষেত্রে কর অবকাশপ্রাপ্ত কোম্পানীর ২০,০০০/- টাকার উপর নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদেয় হবে।

উদাহরণ-৩ঃ

30 ধারায় সংযোজন ব্যতীত করদাতার নীট লোকসান	৫০,০০০/- টাকা
30 ধারায় সংযোজন	<u>৩০,০০০/- টাকা</u>
মোট আয় (-)	২০,০০০/-টাকা

(লোকসান)

এক্ষেত্রে 30 ধারায় সংযোজন সত্ত্বেও কর অবকাশপ্রাপ্ত কোম্পানীর কোন কর প্রদেয় হবে না।

২০০১-২০০২ ও তৎপরবর্তী কর বৎসরের জন্য সকল কর অবকাশভোগী কোম্পানীর ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধান কার্যকর হবে।

- ৭। বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 52E বিলোপকরণঃ
বিদ্যমান আয়কর আইন অনুযায়ী কোম্পানী কর্তৃক বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান আছে। অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 52E ধারা বিলোপ করা হয়েছে। ফলে এখন হতে কোম্পানী কর্তৃক শেয়ার হোল্ডারদের বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না।
- ৮। ট্রাভেল এজেন্সী কমিশনের উপর উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহের বিধান সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 52J এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 17F বিলোপকরণঃ
বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সকল এয়ারলাইপের টিকেট বিক্রয় এবং মালামাল পরিবহনের ভাড়ার উপর চার শতাংশ হারে ট্রাভেল এজেন্সী কমিশন গণ্য করে উক্ত কমিশনের উপর পাঁচ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহের বিধান আছে। অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের 52J ধারা বিলোপ করা হয়েছে। এস.আর.ও নং ১৭০-আইন/২০০১ তাং ২৮/৬/২০০১ এর মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বিধি 17F বিলোপ করা হয়েছে। ফলে এখন হতে ট্রাভেল এজেন্সী কমিশনের উপর উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ প্রয়োজন হবে না। এ সকল করদাতাদের আয়কর যথারীতি সাধারণ পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হবে।
- ৯। প্রস্তুতকৃত পণ্য বাজারজাতকরণ/বিতরণের জন্য প্রদেয় কমিশন, ফি হতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 53E সংশোধনঃ
ইতোপূর্বে বিদ্যমান আয়কর আইনের 53E ধারার বিধান অনুযায়ী কোম্পানী/কর্পোরেশন/সংস্থা তাদের প্রস্তুতকৃত পণ্য বিতরণ বা বাজারজাতকরণের জন্য বিতরণকারী ব্যক্তিকে প্রদেয় কমিশন/ফিস হতে ৫% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহ করে থাকে। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, অনেক কোম্পানী তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য বিতরণকারী/বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় টাকা “কমিশন/ফিস” এর পরিবর্তে “discount” হিসেবে প্রদান করে থাকে। বিদ্যমান আইনে যেহেতু প্রদেয় কমিশন/ফিস হতে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান আছে সেহেতু প্রদেয় discount এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী এ বিধান পরিপালন করছে না। এমতাবস্থায় কমিশন/ফিস/ডিসকাউন্ট ইত্যাদি যে কোনভাবেই পণ্য বাজারজাতকরণ/বিতরণের জন্য প্রদেয় টাকা হতে পণ্য প্রস্তুতকারীকে ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করতে হবে এরূপ বিধান করে আইনের ধারাটি সংশোধন করা হয়েছে।
- ১০। ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাকে প্রদেয় ডিভিডেন্ডের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের অব্যাহতি সীমা বর্ধিতকরণ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 54 এর উপ-ধারা (2) সংশোধনঃ
আয়কর অধ্যাদেশের 54 ধারার বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানী কর্তৃক শেয়ার হোল্ডারকে ডিভিডেন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান আছে।

তবে কোম্পানী নয় এমন শেয়ার হোল্ডার এর ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত ডিভিডেন্ড উৎসে আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত ছিল। অর্থ আইন, ২০০১ দ্বারা আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 54 এর উপ-ধারা (2) এর proviso সংশোধনের মাধ্যমে এরূপ অব্যাহতি সীমা ৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোম্পানী নয় এরূপ শেয়ার হোল্ডারের ৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত ডিভিডেন্ড এর ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন প্রয়োজন হবে না।

১১। অনিবাসীর উৎসে আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা উপ কর কমিশনারের পরিবর্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর ন্যস্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 56 এর সংশোধনঃ

বিদ্যমান আয়কর আইন অনুযায়ী অনিবাসীর আবেদনের ভিত্তিতে উপ কর কমিশনার অনিবাসীকে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতি অথবা আয়করের হার হ্রাস করার প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে পারেন। অর্থ আইন, ২০০১ দ্বারা আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 56 এর উপ-ধারা (2) সংশোধনের মাধ্যমে অনিবাসীদেরকে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপ উৎসে কর কর্তন থেকে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা উপ কর কমিশনারের পরিবর্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

১২। অগ্রিম আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর করদাতার মোট আয়ের সীমা পুনঃ নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 64 এর উপ-ধারা (1) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আয়কর আইনে অগ্রিম আয়কর প্রদানের জন্য মোট আয়ের সর্বনিম্ন সীমা ছিল ১,০০,০০০/- টাকা। অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 64 এর উপ-ধারা (1) সংশোধন করে মোট আয়ের সর্বনিম্ন সীমা ১,০০,০০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২,০০,০০০/- টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০১ এর পরবর্তীতে প্রদেয় অগ্রিম করের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

১৩। নূতন করদাতাদের ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর প্রদানের মোট আয়ের সীমা পুনঃ নির্ধারণ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 68 এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আয়কর আইন অনুযায়ী নূতন করদাতাদের ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর প্রদানের মোট আয়ের সর্বনিম্ন সীমা ১,০০,০০০/- টাকায় নির্ধারিত ছিল। অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করে মোট আয়ের সর্বনিম্ন সীমা ২,০০,০০০/- টাকায় পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। ১লা জুলাই, ২০০১ এর পরবর্তীতে প্রদেয় অগ্রিম করের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

১৪। সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর রিটার্ন দাখিলকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এ নূতন উপ-ধারা (1B) সংযোজনঃ

অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এ নূতন উপ-ধারা (1B) সংযোজন করে কোম্পানীসমূহের আয় করযোগ্য হওয়া বা না হওয়া

নির্বিশেষে সকল কোম্পানীর জন্য আয়কর রিটার্ণ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে রপ্তাণী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এস.আর.ও নং-২৮৯-এল/৮৯ তাং ১৭/০৮/৮৯ এর আওতায় কর অব্যাহতি ভোগকালীন সময়ের জন্য আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে হবে না।

১৫। আয়কর রিটার্ণ দাখিল সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৭৭ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধনঃ

বিদ্যমান ধারা ৭৫ অনুসারে রিটার্ণ দাখিলের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর উপ কর কমিশনারের বিবেচনায় যদি কোন ব্যক্তি (person) এর আয় করযোগ্য হয় তাহলে উপ কর কমিশনার তাকে লিখিতভাবে রিটার্ণ দাখিল করার জন্য ৭৭ ধারার নোটিশ প্রদান করতে পারেন। অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৭৫ সংশোধন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয় করযোগ্য হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে আয়কর রিটার্ণ দাখিল বাধ্যতামূলক। এর ধারাবাহিকতায় ৭৭ ধারার (১) উপ-ধারাতেও অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে সংশোধনী আনা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুসারে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের আয় উপ-কর কমিশনার করমুক্ত সীমার উর্দ্ধে মনে করলে এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয় নির্বিশেষে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের নির্ধারিত সময়ের পরে ৭৭ ধারার নোটিশ প্রদান করা যাবে।

১৬। উৎসে কর্তৃত/সংগৃহীত আয়করকে চূড়ান্ত আয়কর দায় হিসেবে গণ্যের তালিকা হতে একটি ক্ষেত্র বিলোপ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪২C এর উপ-ধারা (২) ও (৪) সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কতিপয় ক্ষেত্রে উৎসে কর্তৃত/সংগৃহীত আয়করকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪২C এর উপ-ধারা (২) ও (৪) সংশোধনের মাধ্যমে ট্রাভেল এজেন্টদের কমিশন বা ফিস প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তৃত/সংগৃহীত করকে চূড়ান্ত করদায়ের তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ট্রাভেল এজেন্টদের কর নির্ধারণ ৪২C ধারায় সম্পন্ন হবে না।

১৭। স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণ অডিট সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৩A এর উপ-ধারা (২) এর proviso এর সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণে সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা ১৫% বেশী আয় প্রদর্শন করলে অডিট হতে অব্যাহতি দেয়ার বিধান আছে। অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৩A এর উপ-ধারা (২) এর proviso সংশোধনের মাধ্যমে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ণ দাখিল সংক্রান্ত বিধি ৩৪ এ বর্ণিত শর্তাদি পরিপালন এবং সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা ১৫% বেশী আয় প্রদর্শন

করলে উক্ত রিটার্ন অডিট আপত্তি হতে অব্যাহতি দেয়ার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৫% এর বেশী আয় প্রদর্শনকারী স্ব-নির্ধারণী আয়কর রিটার্ন আয়কর বিধি 38 এর শর্ত পালন করলে অডিট থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে।

১৮। স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সংক্রান্ত আয়কর বিধি 38 এর সংশোধনঃ

এস.আর.ও নং ১৭০-আইন/২০০১ তাং ২৮/৬/২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 38 সংশোধনের মাধ্যমে একরূপ বিধান করা হয়েছে যে, কোন দান গ্রহণ ও দান প্রদান এবং অধ্যাদেশের 44(4)(b) ধারার আওতায় কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতির রিটার্নে প্রদর্শন করা যাবে না। অর্থাৎ কোন করদাতার দান গ্রহণ ও দান প্রদান এবং অধ্যাদেশের 44(4)(b) ধারায় কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় থাকলে সাধারণ পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

১৯। যানবাহনের মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে TIN সার্টিফিকেট দাখিল বাধ্যতামূলককরণ-
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 184A এর clause (g) এর সংশোধনঃ

বিদ্যমান আয়কর আইন অনুযায়ী জীপ, কার, মাইক্রোবাস এর রেজিস্ট্রেশন/ফিটনেস নবায়নকালে বাধ্যতামূলকভাবে TIN সার্টিফিকেট দাখিলের বিধান আছে। অর্থ আইন, ২০০১ দ্বারা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 184A এর clause (g) সংশোধনের মাধ্যমে একরূপ বিধান করা হয়েছে যে, মাইক্রোবাস, কার, জীপের মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও TIN সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

২০। ব্যক্তির স্ব-প্রনোদিত আবেদনের প্রেক্ষিতে TIN প্রদান সংক্রান্ত আয়কর
অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 184B সংশোধনঃ

বিদ্যমান আয়কর আইনের বিধান অনুযায়ী সকল করদাতাকে জাতীয় ভিত্তিক TIN প্রদান করা হয়। অর্থ আইন, ২০০১ দ্বারা অধ্যাদেশের 184B ধারা সংশোধনের মাধ্যমে বিদ্যমান করদাতা নয় একরূপ ব্যক্তির স্ব-প্রনোদিত আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে TIN প্রদান করার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ নূতন TIN প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর করযোগ্য আয় না থাকলে আয়কর রিটার্ন দাখিল বা আয়কর পরিশোধ বাধ্যতামূলক নয়। তবে তাকে আয়কর বিধি 64B অনুসারে নির্ধারিত ফরমে TIN রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হবে।

২১। উৎসে আয়কর সংগ্রহকারীদের হিসাব নম্বর প্রদান সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ,
১৯৮৪ তে নূতন ধারা 184BB সংযোজনঃ

বিদ্যমান আয়কর আইনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান আছে। এইসব আয়কর সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পরিপালন, পরিবীক্ষণ ও তাদের সংগৃহীত আয়করের তথ্যের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য আয়কর সংগ্রহকারীদের হিসাব নম্বর প্রদানের বিধান করে অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা 184BB সংযোজন করা হয়েছে। এ হিসাব নম্বর প্রদান সংক্রান্ত বিধি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রণয়ন করবে।

২২। ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে নিয়োজিত ট্রাস্ট ও অন্য আইনগত স্বত্তার আয়কর অব্যাহতির খাত সম্প্রীকরণ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Sixth Schedule, Part-A এর paragraph 1 এর সংশোধনঃ
বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে নিয়োজিত ট্রাস্ট ও অন্য আইনগত স্বত্তার 'সম্পত্তি' (property) ও 'মাইক্রো ক্রেডিট' হতে উদ্ধৃত আয় আয়কর মুক্ত আছে। অর্থ আইন, ২০০১ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Sixth Schedule, Part-A এর paragraph 1 সংশোধনের মাধ্যমে "property" শব্দটির স্থলে "house property" শব্দ দুটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

২৩। মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার ইত্যাদির আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত এস.আর.ও নং ১২৭-আইন/২০০০ তাং ১১/৫/২০০০ সংশোধনঃ
ইতোপূর্বে এস.আর.ও নং ১২৭-আইন/২০০০ তাং ১১/৫/২০০০ অনুসারে মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদী পশুর খামার ইত্যাদির আয়কে ৩০শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতি দেয়া আছে। তবে এরূপ অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় ১,০০,০০০/- টাকার অধিক হলে তার ১০% নব্বই দিনের মধ্যে সরকারী বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগের বিধান আছে। এস.আর.ও নং ১৬৮-আইন/২০০১ তাং ২৮/৬/২০০১ এর মাধ্যমে পূর্বোক্ত এস.আর.ও টি বাতিল পূর্বক নতুন এস.আর.ও প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে পূর্বোক্ত এস.আর.ও তে বর্ণিত আয় ছাড়াও pelleted poultry feed উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপন্নন হতে উদ্ধৃত আয়ও ৩০শে জুন, ২০০৫ পর্যন্ত কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে। এরূপ আয় ১,০০,০০০/- টাকার অধিক হলে তার ১০% সরকারী বন্ড ক্রয়ে নব্বই দিনের স্থলে ছয় মাসের মধ্যে বিনিয়োগ করতে হবে এরূপ বিধান করা হয়েছে।

২৪। ডিভিডেন্ড আয়ের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি সীমা বৃদ্ধিঃ
আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফশীল, পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদ 22 অনুসারে কোম্পানী ব্যতীত সকল করদাতাদের ষ্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত ৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড আয় কর অব্যাহতি প্রাপ্ত ছিল। এস.আর.ও নং ২০৮-আইন/২০০১ তাং ২৩/০৭/২০০১ এর মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদটি সংশোধন করে অব্যাহতি সীমা ৪০,০০০/- টাকা থেকে ১,০০,০০০/- টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০১-২০০২ ও তৎপরবর্তী কর বৎসরের জন্য সংশোধিত এ বিধান কার্যকর হবে।

আইনমন্ত্রী
প্রথম মুদ্রিত (আইনকর্তা নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন

ঢাকা।

পরিপত্র নং- ২ (আয়কর)/২০০১-২০০২

তারিখ ০৯/০৪/২০০২

পরিপত্র নং- ২

বিষয়ঃ যথাসময়ে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য আয়কর আধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 124 ধারায় জরিমানা আরোপ সম্পর্কিত।

আয়কর আধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 124 ধারায় যথাসময়ে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতার জন্য কোন করদাতার উপর জরিমানা আরোপের বিধান আছে। অর্থ আইন, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে এই ধারায় "may impose" শব্দ দুটির পরিবর্তে "shall impose" প্রতিস্থাপন করা হয়। যথাসময়ে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য করদাতার উপস্থাপিত ব্যাখ্যা উপ কর কমিশনারের নিকট গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হলেও জরিমানা আরোপ করতে হবে কিনা এ নিয়ে কোন কোন মহলে বিভ্রান্তি আছে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবহিত হয়েছে। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরীক্ষা করেছে এবং এ ব্যাপারে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই মর্মে স্পষ্টীকরণ করেছে যে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 130 ধারার নোটিশ প্রদান ব্যতীত যথাসময়ে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কোন করদাতার উপর 124 ধারায় জরিমানা আরোপ করা যায় না। 130 ধারার নোটিশের প্রেক্ষিতে করদাতার উপস্থাপিত কারণ/ব্যাখ্যা উপ কর কমিশনারের নিকট যুক্তিসংগত প্রতীয়মান হলে 124 ধারায় জরিমানা আরোপ না করার ব্যাপারে আইনগত কোন বাধা নেই। অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে আদৌ জরিমানা আরোপ করা যাবে না।

০২। অনুচ্ছেদ-১ এ প্রদত্ত উপরোক্ত ব্যাখ্যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র নং-১ (আয়কর)/১৯৯৯-২০০০, তারিখ ১৪/৭/৯৯ইং এ প্রদত্ত এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যার উপরে প্রাধিকার প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।

Bangladesh Tax Update

www.kdroy.com.bd/www.ltr.co.

তাহমিদ হাসনাত খান

দ্বিতীয় সচিব (আয়কর আইন ও বিধি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।